দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 17 MAR 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ কলাম ... ১ ...

## একটি ব্যতিক্রমী দ্বীনি প্রতিষ্ঠান

# মাদরাসা দারুর রাশাদ

দ্বীনি শিক্ষা জগতে মাদরাসা দারুর রাশাদ এক অনন্যসাধারণ সংযোজন। দারুল উলুম দেওবন্দের ধাঁচে গড়ে ওঠা উপমহাদেশের হাজার হাজার কওমী মাদরাসার মধ্যে এ এক ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিষ্ঠান। কলেজ-ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া যুবা শ্রেণীকে ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক হিসেবে প্রস্তুত করার জন্য তাদের স্বল্পকালীন কোর্সের মাধ্যমে ইসলামীশাস্ত্রাদির ক্লাসিক শিক্ষাদানের মহৎ উদ্দেশ্যে এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যতিক্রমী মানসিকতার অনেক তরুণ দ্বীনি জ্ঞান অর্জন ও ইসলামী জীবন গঠনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মাদরাসায় আসে। কিন্তু এখানকার দশ-বারো বছরের কোর্সের সাথে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে না। আবার মাদরাসাগুলোর পক্ষেও এসব ছাত্রের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। ফলে অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে আসা এই ছাত্ররা হতাশ হয়ে পড়ে। অনেকেই নিজ আশা পূরণে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। অনেক পূর্ব থেকে উপমহাদেশের মনীষীগণ বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করছিলেন। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ), হযরত মাওলানা ইয়াহ্ইয়া কান্ধলভী (রঃ), হযরত মাওলানা ইসুফ বিন্নুরী (রঃ) এবং বাংলার আলেমকুল শিরোমণি হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রঃ)-এর নাম এ প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তারা কলেজ-ভার্সিটি পড়ুয়া ছাত্রদের জন্য স্বল্পমেয়াদী উন্নত ও নির্ভরযোগ্য মানের দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। হযরত থানভী (রঃ) এজন্য কারিকুলাম প্রস্তুত ও পুস্তক রচনাসহ বাস্তব পদক্ষেপও নিয়েছিলেন। হযরত ফরিদপুরী (রঃ)-এর একান্ত কামনা ছিল এসব প্রতিভাবান ছাত্রকে দ্বীনি জ্ঞানে সজ্জিত করে জাতির সেবায় নিয়োজিত করা। তিনিও অনেক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নিজ জীবদ্দশায় তাঁর বাস্তবায়ন দেখে যেতে পারেননি। অবশেষে তাঁরই একজন ভাবশিষ্য হযরত মাওলানা সালমান সাহেব হযরত ফরিদপুরীসহ আকাবেরের উম্মতের স্বপ্ন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কলেজ-ভার্সিটি পড়ুয়া ছাত্রদের স্বল্পকালীন কোর্সের মাধ্যমে যোগ্য আলেমে দ্বীন হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মীরপুর ১২ নং সেকশন ৯-ডি/ই-এর বায়তুল আযমত জামে মসজিদের পশ্চাৎভূমিকে বেছে নেন। দেশ-বিদেশে প্রখ্যাত উলামায়ে কেরাম ও দ্বীনদার বুদ্ধিজীবীগণ দ্ব্যর্থহীনভাবে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা, যৌক্তিকতা ও যথার্থতা স্বীকার করেন। সমকালীন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তানায়ক হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রঃ.) এ প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করেন- 'মাদরাসা দারুর রাশাদ'। সে মতে ১৯৮৫ সালের ১ জুলাই মোতাবেক ১৪০৫ হিজরীর শাওয়াল মাসে এক অনাড়ম্বর দু'আ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ মাদরাসা শুরু করা হয়। এখানে ভর্তির জন্য শর্ত রাখা হয় কমপক্ষে এসএসসি দ্বিতীয় বিভাগ (গ্রেড বি)। মাদরাসার সিলেবাস বিন্যস্ত করা হয়েছে এমনভাবে যে, চার বছরে কওমী নেসাবের মেশকাত শরীফের জামাআত সম্পন্ন হবে। অতপর পঞ্চম বছরে দাওরায়ে হাদীছ, যা অন্যান্য কওমী মাদরাসার সমান।

আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে ১৪০৯ হিজরীর শাওয়াল মোতাবেক ১৯৮৯ সালের মে থেকে দাওরায়ে হাদীছের জামাআত খোলা হয়েছে। সে বছর থেকেই বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ শুরু হয় এবং ছাত্ররা প্রতিবছরই আশাতীত ফলাফল লাভ করছে। শুধুতাই নয়, ১৪১৯ হিজরীতে কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় তাকমীল জামাআতে এখানকার ছাত্র সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করে। এ পর্যন্ত চৌদ্দটি ব্যাচ বের হয়েছে এবং সাধারণ ও দ্বীনি উভয় শিক্ষায় সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে তারা দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সুনামের সাথে কর্মরত রয়েছে। বর্তমানে পনেরতম ব্যাচ দাওরায়ে হাদীছ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করছে।

এ মাদরাসায় সাধারণ বিভাগের সাথে মক্তব বিভাগ ও হিফজুল কুরআন বিভাগও যথারীতি চালু আছে। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন 'ইদারাতুল মা'আরিফ' নামে সাহিত্য-সাংবাদিকতা গবেষণা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিভাগ। কওমী আলেমদেরকে লেখনী পেশায় দক্ষ জনশক্তি এবং ইসলামের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের বুদ্ধিবৃত্তিক অস্ত্রাঘাতের মোকবেলায় সাহসী কলম সৈনিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ১৯৯৮ সালের মার্চ মাসে এই বিভাগ চালু হয়। দুই বছর মেয়াদী কোর্সের এই বিভাগ থেকে এ পর্যন্ত চারটি ব্যাচ বের হয়েছে।

অন্যান্য কওমী মাদরাসার মত এ প্রতিষ্ঠানও পরিচালিত হয় দ্বীন-দরদী মুসলমানদের স্বতঃস্ফূর্ত দানের উপর নির্ভর করে।

মাদরাসাটি বায়তুল আযমত জামে মসজিদ কমপ্লেক্সের অধীনে একটি শক্তিশালী ম্যানেজিং কমিটি দ্বারা পরিচালিত।

□ লিয়াকত আলী